ইত্তেফাক

তারিখ 4/10/78
পৃষ্ঠা 4 কলাম 4

শিক্ষক ফেডারেশনের স্মারকলিপী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গতকাল (সোমবার) সকালে শিক্ষামন্ত্রী জনাব কাজী জাফর আহমদের সহিত তাঁহার সচিবালয়স্থ অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ করিয়া বেসরকারী শিক্ষকদের বিবিধ সমস্যাসহ অবিলম্বে ফেডারেশনের ৫ দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন মওলানা আবদুল মান্নান, অধ্যাপক এম, শরীফুল ইসলাম, মওলানা থন্দকার নাসিরউদ্দিন, অধ্যাপক আবদুল লতিফ, অধ্যক্ষ এ, কে, এম, শহীদউল্লাহ, অধ্যক্ষা হোসনে আরা শাহেদ, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব শেখ আমানউল্লাহ ও জনাব খলিলুর রহমান।

উল্লেখ্য যে, গত রবিবার বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ শিক্ষক (মাধ্যমিক) সমিতি এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির যৌথ সভায় উক্ত ফেডারেশন গঠন করা হয়।

শিক্ষা নীতি প্রণয়নে ছকবাঁধা গণ্ডি অবশ্যই অতিক্রম করিতে হইবে

—কাজী জাফর

[সোমবার জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের দশম কর্ম অধিবেশনে প্রাথমিক খসড়া প্রতিবেদন কমিটির রিপোর্টের উপর অনুষ্ঠিত আলোচনার একাংশ গতকালের ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ (বুধবার) অবশিষ্টাংশ পত্রস্থ করা হইলে।]

খসড়া প্রতিবেদন কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর এম, আই, চৌধুরী ও পরিষদ সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বার বার এই সব বক্তব্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, খসড়া প্রতিবেদনের আলোচনা চলিতেছে এবং পরিষদ পাশ না করিলে কোন বক্তব্যই 'গৃহীত' বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, সরকার পৌরসভা এলাকাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রশাসন কার্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভা প্রশাসনের নিকট অর্পণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে যাইতেছেন। তাই ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন স্থানীয় সংস্থাকে দেওয়ার ব্যাপারে জাতীয় সরকার বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতেছেন।

ডঃ সৈয়দ শফিউল্লাহ স্থানীয় সংস্থার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্ব প্রদানের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, স্থানীয় সংস্থার কর্মকর্তাদের কার্যতৎপরতার বিবর্তন হইতে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্কট আরও জটিল হইবে। তখন শিক্ষকদের বেতন পাওয়া আরও কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইবে।

এই বক্তব্যের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন প্রকার জটিলতা যাহাতে সৃষ্টি হইতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় সরকার বিচার বিবেচনা করিতে পারেন।

অধিবেশনের শুরুতে পরিষদ সভাপতি শিক্ষামন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে প্রফেসর এম, আই, চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনে জনাব ফয়েজ আহমদ, প্রফেসর আহমদ শামসুল ইসলাম, হাজী দানেশ, জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, জনাব আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান, ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী, জনাব মোহাম্মদ সেলিম প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁহারা অনেক ব্যাপারে বিরোধিতা করেন, অনেক বিষয় সংযোজনেরও প্রস্তাব করেন।

পরিষদ সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় আমাদিগকে দুই-একটি বিষয়ে, বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে ছকবাঁধা গণ্ডী হইতে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বাহির হইয়া আসিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও সার্বজনীন করার বিষয়টি শিক্ষা নীতিতে ঘোষণা করিতে হইবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আমরা এই উদ্দেশ্যে তিন বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারি কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার এবং সেই জন্য একদিকে যেমন প্রাথমিক শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ানো প্রচলিত শিক্ষা উন্নয়নের ধারার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া অব্যাহত রাখিতে হইবে, ঠিক তেমনি বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও ডাবল শিফট ব্যবস্থা চালু করা যায় কিনা তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসময় কিছু কমান যাইতে পারে। সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। মোটকথা, আমাদের এমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী পন্থা বাহির করিতে হইবে যাহাতে বর্তমান অচলায়তন ভেদ করিয়া সকলকে অশিক্ষার অন্ধকার হইতে আলোর পথে টানিয়া আনা যাইবে।